



বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর রিপোর্ট

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ, পল্লী দারিদ্র্য
বিমোচন ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী এবং এর আওতাধীন প্রকল্পসমূহের
২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের কমপ্লায়েন্স অডিট রিপোর্ট

রিপোর্ট নম্বর : ৫৩/২০২১



বাংলাদেশের কম্প্রট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর রিপোর্ট

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ, পল্লী দারিদ্র্য
বিমোচন ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী এবং এর আওতাধীন প্রকল্পসমূহের
২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের কমপ্লায়েন্স অডিট রিপোর্ট

রিপোর্ট নম্বর : ৫৩/২০২১

সূচিপত্র

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
	প্রথম অংশ	
১.	মুখবন্ধ	VII
	অধ্যায়-১	
২.	অডিট বিষয়ক সংক্ষিপ্ত তথ্যাবলী	২-৭
৩.	নির্বাহী সারসংক্ষেপ	৮
	অধ্যায়-২	
৪.	অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সারসংক্ষেপ	১০
৫.	অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ	১১-১৮

প্রথম অংশ

মুখবন্ধ

- ১। দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (অ্যাডিশনাল ফাংশস) অ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা ৫(১) অনুযায়ী সকল Statutory Public Authority, Local Authority ও Public Enterprise এর হিসাব অডিট করার জন্য বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল ক্ষমতা প্রাপ্ত।
- ২। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এর অধীন বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি), বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ (মিল্কভিটা), পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ), বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড) ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ) এবং এর অধীন প্রকল্পসমূহের ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের আর্থিক কার্যক্রমের উপর স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নমুনা মূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে অডিট সম্পাদনপূর্বক এই রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারি সম্পদ ও অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে চিহ্নিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মসমূহের সাথে জড়িতদের জবাবদিহিতার আওতায় আনয়ন করাই এই রিপোর্টের মূল উদ্দেশ্য।
- ৩। এই অডিট রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত ০৭টি অনুচ্ছেদে বর্ণিত অনিয়মসমূহ নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান প্রধান বরাবর ইস্যু করা হয়েছে। একই সাথে সংশ্লিষ্ট বিভাগ এর সচিবকেও অবহিত করা হয়েছে এবং তাঁদের জবাব বিবেচনাপূর্বক এই রিপোর্ট চূড়ান্ত করা হয়েছে।
- ৪। এই অডিট সম্পাদন ও রিপোর্ট প্রণয়নে বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল কর্তৃক জারীকৃত Government Auditing Standards of Bangladesh অনুসরণ করা হয়েছে।
- ৫। জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (অ্যাডিশনাল ফাংশস) অ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা ৫(১) অনুযায়ী এই অডিট রিপোর্ট মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

তারিখঃ ০৮/১২/১১ বঙ্গাব্দ
বঙ্গাব্দ
০৮/১২/১১
(মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী)
বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল

অধ্যায়-১

অডিট বিষয়ক সংক্ষিপ্ত তথ্যাবলী

রিপোর্ট সম্পর্কিত তথ্য : এই রিপোর্ট স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এর অধীন বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি), বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ (মিল্কভিটা), পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ), বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড) ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ) কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের আয়-ব্যয়, হিসাব ও ফান্ড ব্যবস্থাপনা এর উপর কমপ্লায়েন্স অডিট পরিচালনা করে প্রস্তুত করা হয়েছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইন, বিধি, প্রতিষ্ঠানের Key Performance Indicator (KPI) ইত্যাদি অডিট Criteria হিসেবে বিবেচনা করে উচ্চ ঝুঁকি ক্ষেত্র চিহ্নিত করে নমুনায়নের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে নিরীক্ষা সমাপনান্তে রিপোর্টটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

অডিট প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্য :

১। প্রতিষ্ঠান পরিচিতি :

স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধীনস্থ পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ), বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া, বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ (মিল্কভিটা) এবং বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) প্রত্যেকটি সংবিধিবদ্ধ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান।

(ক) **পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন(পিডিবিএফ) :** বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র ও অসুবিধাগ্রস্ত মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন ও দারিদ্র্য দূর করার লক্ষ্যে ১৯৯৯ সালের ০৭ নভেম্বর বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে পাশকৃত ও গৃহীত ২৩নং আইনের মাধ্যমে একটি সংবিধিবদ্ধ, স্ব-শাসিত, স্বনির্ভর ও অমুনাফাকাজী নন-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন গঠিত হয়। বর্তমানে ৫৫টি জেলায় ২৭টি অঞ্চলের ৪৩১টি কার্যালয়ের মাধ্যমে পিডিবিএফ এর কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

(খ) **বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড) :** বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড) অবহেলিত মানুষের সমস্যা সহ গ্রামের সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করে তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য ১৯৫৯ সালের ২৭ মে পাকিস্তান গ্রাম উন্নয়ন একাডেমী নামে আত্মপ্রকাশ করে। স্বাধীনতাভোর এর নামকরণ করা হয় বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী।

(গ) **পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ) :** পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ) সার্বিক পল্লী উন্নয়নের লক্ষ্যে নিয়োজিত একটি গবেষণামূলক এবং প্রশিক্ষণ সেবা দানকারী প্রতিষ্ঠান।

(ঘ) **বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ(মিল্ক ভিটা) :** বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ (মিল্ক ভিটা) একটি জাতীয় সমবায় সমিতি হিসেবে অভিহিত। ইউএনডিপি ও ডেনমার্ক এর সহায়তায় ১৯৭৩ সালে দুগ্ধ শিল্পভিত্তিক একটি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। পরবর্তীতে এই প্রকল্পটির নাম পরিবর্তন করে ১৯৭৭ সালে “বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ নামকরণ করা হয়।

(ঙ) **বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) :** বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) ষাট এর দশকে প্রবর্তিত এবং ব্যাপকভাবে প্রশংসিত কুমিল্লা মডেল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি (আইআরডিপি) গ্রহণ করা হয়। পল্লী উন্নয়নে আইআরডিপির সফলতা, অবদান ও গুরুত্ব মূল্যায়ন করে ১৯৮১ সালে এক অধ্যাদেশের মাধ্যমে সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) প্রতিষ্ঠিত হয়। পল্লীর সার্বিক উন্নয়ন, উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ, গবেষণা, আর্থ সামাজিক উন্নয়ন, তথা পল্লী দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়তা করাই হচ্ছে এর প্রধান কাজ।

২। প্রতিষ্ঠানের অর্গানোগ্রাম :

ক) বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)

ক্রমিক নং	পদের নাম	অনুমোদিত পদ
১	মহাপরিচালক	১
২	পরিচালক	৬
৩	যুগ্মপরিচালক/সিনিয়র অনুদেষ্টা	১০
৪	উপপরিচালক /অনুদেষ্টা	৯২
৫	সহকারী পরিচালক	৩৯

খ) বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ (মিল্কভিটা)

ক্রমিক নং	পদের নাম	অনুমোদিত পদ
১	ব্যবস্থাপনা পরিচালক	০১
২	মহাব্যবস্থাপক	০৪
৩	অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক	০৬
৪	উপ-মহাব্যবস্থাপক	১২
৫	ব্যবস্থাপক	৩২
৬	উপ-ব্যবস্থাপক	৬৬
৭	সহকারী ব্যবস্থাপক	৮২

গ) পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)

ক্রমিক নং	পদের নাম	অনুমোদিত পদ
১	ব্যবস্থাপনা পরিচালক	১
২	পরিচালক	৫
৩	অতিরিক্ত পরিচালক	৭
৪	যুগ্ম পরিচালক	৯
৫	উপ পরিচালক	২৩
৬	সিনিয়র সহকারী পরিচালক/সমমান	১৮৭

ঘ) বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), কোটবাড়ী, কুমিল্লা

ক্রমিক নং	পদের নাম	অনুমোদিত পদ
১	মহাপরিচালক	১
২	অতিরিক্ত মহাপরিচালক	১
৩	পরিচালক	৯
৪	যুগ্ম-পরিচালক	১৪
৫	উপ-পরিচালক	১৩
৬	সহকারী পরিচালক	১৮
৭	সহকারী পরিচালক (ফার্ম)	১
৮	সহকারী পরিচালক (জনসংযোগ)	১
৯	সহকারী পরিচালক (গ্রন্থাগার)	১
১০	সহকারী পরিচালক (ক্রীড়া ও বিনোদন)	১

ঙ) পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া

ক্রমিক নং	পদের নাম	অনুমোদিত পদ
১	মহাপরিচালক	১
২	অতিরিক্ত মহাপরিচালক	১
৩	পরিচালক	৮
৪	যুগ্ম-পরিচালক	১০
৫	উপ-পরিচালক	১৬
৬	সহকারী পরিচালক	২২

৩। প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী :

(ক) বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড : বোর্ডের কাজ হলো দরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত ব্যক্তিদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির লক্ষ্যে আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ও নারী পুরুষের সমতা বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যকর আর্থিক সাহায্য, ঋণ প্রদান, দক্ষতা বৃদ্ধি সহায়তা, প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক সেবা প্রদান করা।

(খ) বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লি: (মিল্কভিটা) এর কার্যাবলী হচ্ছে দুগ্ধ উৎপাদনকারীদের নিয়ে সমিতি গঠন, সদস্যদের নিকট থেকে দুগ্ধ সংগ্রহ ও দুগ্ধের সম্পূরক মূল্য বিতরণ। দুগ্ধ ও দুগ্ধপণ্য বিপণন সমিতি গঠন। দুগ্ধ ও দুগ্ধপণ্য বিক্রির তহবিল ব্যবস্থাপনা।

(গ) পল্লী দারিদ্র্যবিমোচন ফাউন্ডেশনঃ ফাউন্ডেশনের কাজ হলো দারিদ্র্য ও সুবিধা বঞ্চিত ব্যক্তিদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তাদের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ও নারী পুরুষের সমতা বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যকর আর্থিক সাহায্য, দক্ষতা বৃদ্ধি সহায়তা, প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক সেবা প্রদান করা।

(ঘ) বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী(BARD) ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (RDA) একাডেমীতে নিজস্ব উদ্যোগে ও অর্থায়নে দুই ধরনের প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয় যথা (১) পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন ও (২) সচেতনতা বৃদ্ধি। গবেষণা একাডেমীর অন্যতম বাধ্যতামূলক কার্যক্রম। সরকারি/বেসরকারি সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের অনুরোধে ও অর্থায়নে যৌথ উদ্যোগে পেশাগত প্রশিক্ষণ, অবহিতকরণ কোর্স, মাঠ সংযুক্তি, শিক্ষা সফর, কর্মশালা, সম্মেলন ইত্যাদি পরিচালনা করা হয়। এছাড়াও সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা একাডেমী কর্তৃক স্বল্প ব্যয়ে গভীর নলকূপের বহুমুখী ব্যবহার, শিল্প কল-কারাখানার ব্যবহার উপযোগী পানি ব্যবস্থাপনা, আর্সেনিক মুক্ত সুপেয় পানি সরবরাহ ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণালব্ধ উদ্ভাবিত মডেল কার্যকর করা হয়েছে। খামারে উৎপাদিত বিস্কৃত জাতের মান সম্পন্ন ফুল ফুল ও শস্যের চারা, কলম ও বীজ, মাছের পোনা বিক্রয় এবং গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগীর চিকিৎসা সেবা, কৃষি বিষয়ক তথ্য, পরামর্শ সেবা প্রদান করা।

৪। প্রতিষ্ঠানের Key Performance Indicator :

- আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন;
- দারিদ্র্য দূরীকরণ, প্রশিক্ষণ প্রদান, ঋণ দান ও সঞ্চয় বৃদ্ধি;
- দরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত গ্রামীণ নারী ও পুরুষদের সংগঠিত করে সঞ্চয়ের মাধ্যমে পুঁজি গঠিত।
- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতার উন্নয়ন সাধন।
- আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি।

৫। প্রতিষ্ঠানের বাজেট ও ব্যয় বিশ্লেষণ :

প্রতিষ্ঠানের নাম	বাজেট(সংশোধিত) (হাজার টাকায়)	প্রকৃত ব্যয় (হাজার টাকায়)	অতিরিক্ত/অব্যয়িত (হাজার টাকায়)
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)	১৫২,৯৮,০০	১৯৪,৯২,৯৯	-৪১,৯৪,৯৯
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), কুমিল্লা	৫,০০,০০	২,৮৭,৭৬	২,১২,২৪
পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া	১০২,৪৭,০০	৮২,৬৪,৬৮	১৯,৮২,৩২
বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ (মিল্কভিটা)	১৩,৩৫,০০	১২,১৪,১০	১,২০,৯০
পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন(পিডিবিএফ)	৭৭,০৯,০০	৭৬,০৫,৭৭	১,০৩,২৩

অডিটের আইনগত ভিত্তি : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮(১) এবং দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (অ্যাডিশনাল ফাংশন্স) অ্যাক্ট, ১৯৭৪ অনুযায়ী এই অডিট পরিচালনা করা হয়েছে।

অডিটের পরিধি :

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি), বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ (মিল্কভিটা), পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ), বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড) ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ) কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের আয়-ব্যয়, হিসাব ও তহবিল ব্যাপস্থাপনা।

অডিট প্লানিং ও অডিট পরিচালনা সংক্রান্ত তথ্য

১। অডিটের বিষয়বস্তু : বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি), বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ (মিল্কভিটা), পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ), বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড) ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ) কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের আয়-ব্যয়, তহবিল ব্যাপস্থাপনা ও হিসাবের উপর কমপ্লায়েন্স অডিট।

২। অডিট কৌশল :

- এনটিটির সাংবিধানিক /আইনি ভিত্তি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং কার্যাবলী সম্পর্কে ধারণা লাভ।
- তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ।
- গুরুত্বপূর্ণ বিষয়/ ম্যাটেরিয়েলিটি নির্ধারণ।
- ঝুঁকি নিরূপণ ও মূল্যায়ন।
- নিরীক্ষা প্রক্রিয়ার পরিকল্পনা প্রণয়ন।
- নিরীক্ষার সময়কাল এবং অন্যান্য বিষয়াদির উপর ভিত্তি করে সার্বিক নিরীক্ষা কৌশল নিরীক্ষা পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্তকরণ।

অডিট সময়কাল :

ক্রঃ নং	বিষয়	সমাপ্তির তারিখ
১।	তথ্য সংগ্রহ, তথ্য বিশ্লেষণ ও নিরীক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন	অক্টোবর/২০১৮
২।	নিরীক্ষা পরিকল্পনা অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন	নভেম্বর/২০১৮
৩।	নিরীক্ষাকাল	২৭-০১-২০১৯ হতে ৩০-০৪-২০১৯ খ্রিঃ।
৪।	এ আই আর জারির তারিখ	জুন/২০১৯

পূর্ববর্তী অডিট রিপোর্টের হালনাগাদ তথ্য ;

১। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)

ক্রঃ নং	সন	উত্থাপিত আপত্তির সংখ্যা	জড়িত টাকা	নিষ্পত্তিকৃত আপত্তির সংখ্যা	জড়িত টাকা	অনিষ্পন্ন আপত্তির সংখ্যা	জড়িত টাকা
১	২০১০-২০১২	১১ টি	-	০১ টি	-	১০ টি	-
২	২০১২-২০১৬	০৮ টি	১৭,৫১,৯৩০	০৩ টি	১,৩৫,১৩৬	০৫ টি	১৬,১৬,৭৯৪

২। বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ (মিল্কভিটা)

ক্রঃ নং	সন	উত্থাপিত আপত্তির সংখ্যা	জড়িত টাকা	নিষ্পত্তিকৃত আপত্তির সংখ্যা	জড়িত টাকা	অনিষ্পন্ন আপত্তির সংখ্যা	জড়িত টাকা
১	২০০৯-২০১০	৩৬ টি	২৪,৩৬,০১,৩৬১	০২ টি	২৮,৫৯,৩৬০	৩৪ টি	২৪,৩৭,৪২,০০১
২	২০১২-২০১৪	৫২ টি	১৫৭,৯৪,৯০,২৮০	-	-	৫২ টি	১৫৭,৯৪,৯০,২৮০

৩। পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)

ক্রঃ নং	সন	উত্থাপিত আপত্তির সংখ্যা	জড়িত টাকা	নিষ্পত্তিকৃত আপত্তির সংখ্যা	জড়িত টাকা	অনিষ্পন্ন আপত্তির সংখ্যা	জড়িত টাকা
১	২০১৫- ২০১৬	৪০ টি	২৮২,৬২,০৯,১৪৫	-	-	৪০ টি	২৮২,৬২,০৯,১৪৫
২	২০১৬-২০১৭	৩৬ টি	১৮৩,০২,৯৮,৮৪৬	-	-	৩৬ টি	১৮৩,০২,৯৮,৮৪৬

৪। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড)

ক্রঃ নং	সন	উত্থাপিত আপত্তির সংখ্যা	জড়িত টাকা	নিষ্পত্তিকৃত আপত্তির সংখ্যা	জড়িত টাকা	অনিষ্পন্ন আপত্তির সংখ্যা	জড়িত টাকা
১	২০১৪-২০১৬	১১৫ টি	-	৯৪ টি	-	২১ টি	-

৫। পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ)

ক্রঃ নং	সন	উত্থাপিত আপত্তি সংখ্যা	জড়িত টাকা	নিষ্পত্তিকৃত আপত্তির সংখ্যা	জড়িত টাকা	অনিষ্পন্ন আপত্তির সংখ্যা	জড়িত টাকা
১	২০১৭-২০১৮	২৮ টি	-	০৬ টি	-	২২ টি	-

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষার আওতাধীন বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি), বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ (মিল্কভিটা), পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ), বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড) ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ) এর ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের আয়-ব্যয়, ফান্ড ও বাজেট বরাদ্দের বিপরীতে সম্পাদিত কাজের রেকর্ডপত্র ও নমুনা সংগ্রহের মাধ্যমে পরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক অডিট করা হয়।

অডিট চলাকালে বেশ কিছু আর্থিক অনিয়ম ও বিধি-বিধানের লঙ্ঘন পরিলক্ষিত হয়েছে। মূলতঃ প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতা ও আর্থিক বিধি-বিধান পরিপালন না করার কারণে এই অডিট অনুচ্ছেদসমূহ উত্থাপিত হয়েছে। অডিট চলাকালে কোন অডিট অনুচ্ছেদ নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবের প্রেক্ষিতে নিষ্পন্ন করা হয়নি। অনিষ্পন্ন অডিট অনুচ্ছেদগুলোর মধ্য হতে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম (SFI) সংক্রান্ত অনুচ্ছেদসমূহ এই রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এই রিপোর্টে ০৭ টি অডিট অনুচ্ছেদ উত্থাপন করা হয়েছে এবং এতে জড়িত টাকার পরিমাণ ১২,৬২,৪৭,৫২২/- (বারো কোটি বাষটি লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার পাঁচশত বাইশ টাকা) টাকা যা মোট বরাদ্দের ৩.৬ শতাংশ। এই রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত উল্লেখযোগ্য অনিয়মসমূহ নিম্নরূপঃ

- ব্যাংক অর্জিত সুদ সরকারি কোষাগারে জমা না করা;
- কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রদত্ত ঋণ আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ না করা;
- সরকারি বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ না করা;
- যথাযথভাবে আয়কর ও ভ্যাট আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা না করা ;
- চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদন ছাড়া বিল পরিশোধ ;
- অনিয়মিতভাবে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের যাতায়াত ভাতা প্রদান ;
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতা।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানসমূহের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, সরকারি অর্থ আদায় ও ব্যয়ে প্রচলিত বিধি-বিধান পরিপালন, একই ধরনের অনিয়মের পুনরাবৃত্তি না ঘটানো ও পূর্ববর্তী অডিটের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন না করা বিষয়ে কর্তৃপক্ষের মনোনিবেশ করার প্রয়োজনীয়তা এই অডিট রিপোর্টে প্রতিফলিত হয়েছে।

ଅଧ୍ୟାୟ-୨

অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সারসংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নম্বর	শিরোনাম	জড়িত (টাকা)
১	২	৩
১.	প্রকল্পের বিপরীতে ছাড়কৃত অর্থ হতে প্রাপ্ত ব্যাংক সুদ সরকারি কোষাগারে জমা না দেয়ায় আর্থিক ক্ষতি	৬৪,৪০,৮৪৮/-
২.	ঋণ গ্রহীতাদের নিকট হতে আদায়কৃত টাকা পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশনের তহবিলে জমা না করায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতি	৪৬,৬৪,৫০৯/-
৩.	জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্ধারিত হার অনুযায়ী ভ্যাট কর্তন না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি	১,৮৪,৪৩,৭২৮/-
৪.	আয়কর অধ্যাদেশে বর্ণিত হার অনুযায়ী আয়কর কর্তন না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি	৬,৪৪,৩২,৯৫৮/-
৫.	ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত দুটি লিফট স্থাপন না করে লিফটের ব্যয়সহ চূড়ান্ত বিল প্রদান করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি	৭০,০০,০০০/-
৬.	পণ্য বিক্রয়ের উপর প্রযোজ্য ভ্যাট জমা না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি	২,৩০,৬৪,৩৪৪/-
৭.	প্রাপ্যতা বহিষ্ঠতভাবে কর্মকর্তাদের যাতায়াত ভাতা প্রদান করায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতি	২২,০১,১৩৫/-
	সর্বমোট	১২,৬২,৪৭,৫২২/-

(কথায় : বারো কোটি বাষট্টি লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার পাঁচশত বাইশ টাকা)

অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ

অনুচ্ছেদ নং-১৯

শিরোনাম : প্রকল্পের বিপরীতে ছাড়কৃত অর্থ হতে প্রাপ্ত ব্যাংক সুদ সরকারি কোষাগারে জমা না করায় ৬৪,৪০,৮৪৮ (চৌষটি লক্ষ চল্লিশ হাজার আটশত আটচল্লিশ) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড এবং মিল্ক ভিটার অধীন প্রকল্পসমূহের অনুকূলে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে প্রকল্পের টাকা ব্যাংকে রাখার ফলে অর্জিত ব্যাংক সুদ সরকারি কোষাগারে জমা না করায় ৬৪,৪০,৮৪৮ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) এর ০২টি ও মিল্ক ভিটার ০১টি প্রকল্পের ক্যাশ বহি, ব্যাংক স্টেটমেন্ট ও হিসাব বিবরণী পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রকল্প ৩টির অনুকূলে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ব্যাংক হিসাবে অর্জিত সুদ সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়নি।

অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-অম/অবি/উ:গ:শা:/৩/৯৪/৪৫৩(২০০) তারিখঃ ২৩-১০-১৯৯৪ খ্রিঃ মোতাবেক ব্যাংক হতে প্রাপ্ত সুদ প্রতি অর্থবছরে জানুয়ারী ও জুলাই মাসে বাংলাদেশ ব্যাংক খাত নং ৬৫ (“বিবিধ নন ট্যাক্স রেভিনিউ”) খাতে জমা দিতে হবে। এক্ষেত্রে তা করা হয়নি। তাই বর্ণিত ৬৪,৪০,৮৪৮ টাকা সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে [পরিশিষ্ট-০১]।

অনিয়মের কারণ :

অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-অম/অবি/উ:গ:শা:/৩/৯৪/৪৫৩(২০০) তারিখঃ ২৩-১০-১৯৯৪ খ্রিঃ এর লঙ্ঘন।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব :

প্রকল্প পরিচালক, অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প ৩য় পর্যায় (পিআরডিপি-৩) এবং প্রকল্প পরিচালক, সিরাজগঞ্জ এর বাঘাবাড়ী ঘাটে দুধ কারখানা স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প কর্তৃপক্ষ জবাবে জানান যে, জমার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। প্রকল্প পরিচালক, পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) জবাবে জানান যে, বিআরডিবি অর্ডিনেন্স ৮২ এর ১০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সুদ এর অর্থ বিআরডিবির অর্থ হিসাবে গণ্য। বিষয়টি সে মতে বিবেচনা করা যেতে পারে।

২৯-০৭-২০১৯ খ্রিঃ তারিখে খসড়া অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট প্রধান হিসাবদানকারী অফিসার বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ০৫-০৮-২০১৯ খ্রিঃ তারিখে সমাপনী সভা সম্পন্ন করে ০৫-০৯-২০১৯ খ্রিঃ তারিখে ১ (এক) মাস সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের শর্তে চূড়ান্ত অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট প্রধান হিসাবদানকারী অফিসার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ বরাবর প্রেরণ করা হয়। তাছাড়া ০১-০৯-২০২০ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হলেও অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

প্রকল্প পরিচালক, অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প ৩য় পর্যায় (পিআরডিপি-৩) এবং প্রকল্প পরিচালক, সিরাজগঞ্জ এর বাঘাবাড়ী ঘাটে দুধ কারখানা স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প কর্তৃপক্ষের জবাব স্বীকৃতিমূলক। অন্যদিকে প্রকল্প পরিচালক, পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) এর জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। কারণ প্রকল্পের ব্যাংক সুদের অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের বিষয়ে অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-অম/অবি/উ:গ:শা:/৩/৯৪/৪৫৩(২০০) তারিখঃ ২৩/১০/১৯৯৪ খ্রিঃ তে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও তা করা হয়নি। বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

আপত্তিতে উল্লিখিত টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যিক।

শিরোনাম : ঋণ গ্রহীতাদের নিকট হতে আদায়কৃত ৪৬,৬৪,৫০৯ (ছেচল্লিশ লক্ষ চৌষট্টি হাজার পাঁচশত নয়) টাকা পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশনের তহবিলে জমা না করায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণঃ

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) এর ০৮ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্তৃক ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে ঋণ গ্রহীতাদের নিকট হতে ঋণের টাকা আদায় করে ফাউন্ডেশনের তহবিলে জমা না করায় ৪৬,৬৪,৫০৯ টাকা প্রতিষ্ঠানটির আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

পিডিবিএফ কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের বিভাগীয় মামলার নথিপত্র ও এতদসংক্রান্ত অন্যান্য কাগজপত্রাদি নিরীক্ষা করে দেখা যায় যে, প্রতিষ্ঠানটির বিভিন্ন কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্তৃক আদায়কৃত ঋণের টাকা অতিসত্ত্বর ফাউন্ডেশনের তহবিলে জমা করার বাধ্যবাধকতা থাকা সত্ত্বেও তা করা হয়নি। আদায়কৃত ৪৬,৬৪,৫০৯ টাকা ০৮ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্তৃক আত্মসাৎ করা হয়েছে।

[পরিশিষ্ট-০২]।

অনিয়মের কারণ :

পিডিবিএফ প্রবিধানমালা-৩/২০১১ এর ৪৮(২)(খ)(ঠ)(৩) এর লঙ্ঘন।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব :

ইতোমধ্যে সকল ধরনের প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। আত্মসাৎকৃত টাকা আদায়ের প্রক্রিয়া চলমান।

২৯-০৭-২০১৯ খ্রিঃ তারিখে খসড়া অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট প্রধান হিসাবদানকারী অফিসার বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ০৫-০৮-২০১৯ খ্রিঃ তারিখে সমাপনী সভা সম্পন্ন করে ০৫-০৯-২০১৯ খ্রিঃ তারিখে ১ (এক) মাস সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের শর্তে চূড়ান্ত অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট প্রধান হিসাবদানকারী অফিসার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ বরাবর প্রেরণ করা হয়। তাছাড়া ০১-০৯-২০২০ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হলেও অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব স্বীকৃতিমূলক। তবে জবাব হতে প্রতীয়মান হয় যে, ঋণ আদায় সংক্রান্ত বিষয়ে সুষ্ঠু মনিটরিং এর অভাব রয়েছে এবং দৈনন্দিন আদায় রেজিস্টার পরীক্ষা না করায় কর্মকর্তা ও কর্মচারী কর্তৃক প্রতিষ্ঠানের টাকা আত্মসাৎের সুযোগ পেয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

আপত্তিতে উল্লিখিত টাকা আদায় করে ফাউন্ডেশনের তহবিলে জমা এবং দায়ী ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যিক। তাছাড়া ভবিষ্যতে ঋণ আদায় সংক্রান্ত কার্যক্রমের তদারকির ব্যবস্থা নিশ্চিত করা এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের মনিটরিং বাড়ানো আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ নং-৩।

শিরোনাম : জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্ধারিত হার অনুযায়ী ভ্যাট কর্তন না করায় সরকারের ১,৮৪,৪৩,৭২৮ (এক কোটি চুরাশি লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার সাতশত আটশ) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণঃ

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন ০৫টি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের অধীন প্রকল্পসমূহের ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্ধারিত হার অনুযায়ী ভ্যাট কর্তন না করায় ১,৮৪,৪৩,৭২৮ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

বিআরডিবি, মিক্স ভিটা, পিডিবিএফ, বার্ড কুমিল্লা এবং আরডিএ বগুড়া কার্যালয়ের অধীন প্রকল্পসমূহের ক্যাশ বহি, আয়কর ও ভ্যাট কর্তন রেজিস্টার, বিল ভাউচার ও প্রাসঙ্গিক রেকর্ডপত্র নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারীকৃত আদেশ অনুযায়ী ভ্যাট কর্তনযোগ্য হলেও বিল পরিশোধের সময় উক্ত আদেশে বর্ণিত হার অনুযায়ী ভ্যাট কর্তন করা হয়নি।

উল্লেখ্য যে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং-১৪/মূসক/২০১৭ তারিখঃ ০১-০৭-২০১৭ খ্রিঃ এবং সাধারণ আদেশ নং-৬/মূসক/২০১৮ তারিখঃ ০৭-০৬-২০১৮ খ্রিঃ মোতাবেক আসবাবপত্রের উপর উৎপাদন পর্যায়ে ৬ শতাংশ এবং বিপণন পর্যায়ে ৪ শতাংশ (উৎপাদন পর্যায়ে ৬ শতাংশ হারে মূসক পরিশোধের চালানপত্র থাকা সাপেক্ষে) মোট ১০ শতাংশ এবং ১২শতাংশ (৭+৫) ভ্যাট প্রযোজ্য। নির্মাণ সংস্থার বিলে ৬ শতাংশ ও ৭ শতাংশ উৎসে মূসক, পণ্য পরিবহনের জন্য ১০ শতাংশ, আনুষঙ্গিক ক্রয়ের ক্ষেত্রে যোগানদার হিসাবে ৫ শতাংশ, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত রেস্টোরা ১৫ শতাংশ, সাধারণ রেস্টোরার ক্ষেত্রে ৭.৫ শতাংশ, শব্দ ও আলোক সরঞ্জাম ভাড়া প্রদানকারী এর ক্ষেত্রে ১৫ শতাংশ হারে কর্তনযোগ্য। এছাড়াও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত অনুষ্ঠান পরিচালনা করা হয়েছে এবং উক্ত অনুষ্ঠানসমূহ পরিচালনার জন্য একাডেমির শ্রেণিকক্ষ, সম্মেলনকক্ষ, অডিও-ভিজুয়াল ইত্যাদি সেবা ব্যবহারের কারণে ভাড়া বাবদ অর্থ আদায় করা হলেও উহা হতে সেবার ভ্যাট কর্তন করা হয়নি। উপরিউল্লিখিত আদেশ অনুযায়ী উৎসে ভ্যাট কর্তন/আদায় করার পর সরকারি কোষাগারে যথাসময়ে জমা প্রদান করা না হলে মাসিক ২ শতাংশ দণ্ডসুদসহ আদায়যোগ্য। কিন্তু এক্ষেত্রে তা পরিপালন করা হয়নি। ফলে দণ্ডসুদসহ সরকারের ১,৮৪,৪৩,৭২৮ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে [পরিশিষ্ট-০৩]।

অনিয়মের কারণ :

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং- ১৪/মূসক/২০১৭ তারিখঃ ০১/০৭/২০১৭ খ্রিঃ ও নং -৬/মূসক/২০১৮ তারিখঃ ০৭-০৬-২০১৮ খ্রিঃ এর লঙ্ঘন।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব :

রেকর্ডপত্র যাচাইপূর্বক ফেরত প্রদানের উদ্যোগ নেয়া হবে/যাচাই বাছাই করে পরবর্তীতে জানানো হবে।

২৯-০৭-২০১৯ খ্রিঃ তারিখে খসড়া অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট প্রধান হিসাবদানকারী অফিসার বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ০৫-০৮-২০১৯ খ্রিঃ তারিখে সমাপনী সভা সম্পন্ন করে ০৫-০৯-২০১৯ খ্রিঃ তারিখে ১ (এক) মাস সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের শর্তে চূড়ান্ত অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট প্রধান হিসাবদানকারী অফিসার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ বরাবর প্রেরণ করা হয়। তাছাড়া ০১-০৯-২০২০ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হলেও অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ মোতাবেক ঠিকাদারের বিল ভাউচার হতে যথাযথভাবে ভ্যাট কর্তন করা হয়নি। বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের নিরীক্ষাকার্য গত ২৭/০১/২০১৯ খ্রিঃ হতে ৩০/০৪/২০১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে সম্পাদন করে আপত্তিকৃত ভ্যাট যেদিন জমা করা হবে সেদিন পর্যন্ত দণ্ডসুদ হিসাব করে জমা দিতে হবে। ভ্যাট বাবদ আপত্তিকৃত অর্থ যথাসময়ে সরকারি কোষাগারে জমা দিলে ঐ বছরের জন্য সরকারের আপত্তিকৃত অর্থের সমপরিমাণ অর্থ কম ঋণ গ্রহণ করতে হতো এবং সুদও দেয়ার প্রয়োজন হতো না। কেননা এ যাবৎকাল পর্যন্ত সরকার ঘাটতি বাজেট করে আসছে এবং এ ঘাটতি পূরণের জন্য দেশীয় ব্যাংক/বন্ড হতে ১০ শতাংশ বা ততোধিক হারে সুদে ঋণ গ্রহণ করতে হয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

আপত্তিতে উল্লিখিত টাকা এবং জমার তারিখ পর্যন্ত সময়ে দণ্ডসুদ হিসাব করে সমুদয় অর্থ আদায় ও সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ নং-৪১

শিরোনাম : আয়কর অধ্যাদেশে বর্ণিত হার অনুযায়ী আয়কর কর্তন না করায় সরকারের ৬,৪৪,৩২,৯৫৮ (ছয় কোটি চুয়াল্লিশ লক্ষ বত্রিশ হাজার নয়শত আটান্ন) টাকা আর্থিক ক্ষতি ।

বিবরণঃ

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি), বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড (মিল্ক ভিটা), পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ), বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), কুমিল্লা এবং পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া কার্যালয়ের অধীন প্রকল্পসমূহের অনুকূলে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে আয়কর অধ্যাদেশে বর্ণিত হার অনুযায়ী আয়কর কর্তন না করায় মোট ৬,৪৪,৩২,৯৫৮ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

উল্লিখিত ০৫ টি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের ক্যাশ বহি, আয়কর কর্তনের রেজিস্টার এবং বিল ভাউচারসমূহ নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, আয়কর অধ্যাদেশ অনুযায়ী আয়কর কর্তনযোগ্য হলেও বিল পরিশোধের সময় অধ্যাদেশে বর্ণিত হার অনুযায়ী আয়কর কর্তন করা হয়নি। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩-এ অনুযায়ী বাড়ী ভাড়ার উপর ৫ শতাংশ হারে, ৫২এএ মোতাবেক পেশাগত বা টেকনিক্যাল সার্ভিসেস/এসিস্টেন্ট ফি, মিটিং ফি, ট্রেনিং ফি বা সম্মানী এর উপর ১০ শতাংশ, মটর গ্যারেজ বা ওয়াকসপ এর উপর ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের জন্য ৬ শতাংশ, যানবাহন ভাড়ার ক্ষেত্রে ২৫ লক্ষ পর্যন্ত ৩ শতাংশ এবং ২৫ লক্ষের উপরে ৪ শতাংশ এবং এ্যাডভাইজারি বা কনসালটেন্সি সার্ভিস এর বিল হতে ২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ১০ শতাংশ এবং ২৫ লক্ষ এর উপরে ১২ শতাংশ ও প্রাইভেট সিকিউরিটি সার্ভিস প্রতিষ্ঠান এর গ্রস বিল এ্যামাউন্ট হতে ২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ১.৫ শতাংশ এবং ২৫ লক্ষ এর উপরে ২ শতাংশ উৎসে আয়কর কর্তনের বিধান রয়েছে। অন্যদিকে বিধি ১৬ অনুযায়ী ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে ১৫ লক্ষ পর্যন্ত চুক্তি মূল্য পরিশোধের ক্ষেত্রে ২ শতাংশ হারে উৎসে আয়কর কর্তন করতে হবে।

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৪ অনুযায়ী উৎসে আয়কর কর্তনের পরিশিষ্ট-২০ এর সেকশন-৫২ (কিউ) অনুযায়ী কোন অ-ব্যাকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সার্ভিস চার্জ বাবদ আদায়কৃত আয় হতে ১০ শতাংশ আয়কর কর্তন করতে হবে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক, ২১ জুন ২০১৭ খ্রিঃ তারিখে জারীকৃত (আয়কর) প্রজ্ঞাপন এর পরিশিষ্ট-১৯ সেকশন- ৫৩ এফ(২) অনুযায়ী কোন অ-ব্যাকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানে রক্ষিত কোন সঞ্চয়ী/স্থায়ী/মেয়াদী আমানতের সুদ বা মুনাফার অংশ পরিশোধের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি উক্ত সুদ বা মুনাফার অংশ ফান্ডের হিসাবে ক্রেডিটের সময় বা পরিশোধের সময় দুটির মধ্যে যেটি আগে ঘটে, উক্ত সুদ বা মুনাফার অংশের উপর ৫ শতাংশ উৎসে কর কর্তন করবেন। আলোচ্য ক্ষেত্রে তা অনুসরণ করা হয়নি। ফলে আয়কর বাবদ ৫,৬৯,০৫,৫৭৯ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৭ অনুযায়ী উৎসে আয়কর কর্তনের দায়িত্ব থাকা সত্ত্বেও আয়কর কর্তন করা না হলে অথবা কর্তনকৃত উৎসে আয়কর যথাসময়ে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান না করলে উক্ত অর্থ মাসিক ২ শতাংশ হারে দণ্ডসুদসহ তার নিকট থেকে এমনভাবে আদায় করতে হবে, যেন তিনি পণ্য বা সেবা সরবরাহকারী। কিন্তু এক্ষেত্রে বিল পরিশোধের সময় তা করা হয়নি। ফলে আয়কর বাবদ বর্ণিত ৫,৬৪,৯৮,৭৭৩ টাকা এবং দণ্ডসুদ ৭৯,৪২,৯২৪ টাকা সহ মোট ৬,৪৪,৩২,৯৫৮ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে [পরিশিষ্ট-০৪]।

অনিয়মের কারণ :

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫২ বিধি ১৬, ধারা ৫২এএ, ৫৩এ, ৫৪ এর পরিশিষ্ট ২০ এর সেকশন ৫২(কিউ), ৫৭ এবং আই আর ডি কর্তৃক ২১-০৬-২০১৭ খ্রিঃ তারিখে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন এর পরিশিষ্ট-১৯ সেকশন-৫৩ এফ (২) এর লঙ্ঘন।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব :

বিষয়টি যাচাই করে পরবর্তীতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।

২৯-০৭-২০১৯ খ্রিঃ তারিখে খসড়া অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট প্রধান হিসাবদানকারী অফিসার বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ০৫-০৮-২০১৯ খ্রিঃ তারিখে সমাপনী সভা সম্পন্ন করে ০৫-০৯-২০১৯ খ্রিঃ তারিখে ১ (এক) মাস সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের শর্তে চূড়ান্ত অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট প্রধান হিসাবদানকারী অফিসার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ বরাবর প্রেরণ করা হয়। তাছাড়া ০১-০৯-২০২০ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হলেও অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ মোতাবেক আয়কর কর্তন করা হয়নি। বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

আপত্তিতে উল্লিখিত টাকা এবং জমার তারিখ পর্যন্ত সময়ে দণ্ডসুদ হিসাব করে সমুদয় অর্থ আদায় ও সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ নং-৫৯

শিরোনাম : ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত দুটি লিফট স্থাপন না করে লিফটের ব্যয়সহ চূড়ান্ত বিল প্রদান করায় সরকারের ৭০,০০,০০০ (সত্তর লক্ষ) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণঃ

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ) বগুড়া এর আওতাধীন খামার এবং ল্যাভঃ স্কুল এন্ড কলেজ আধুনিকায়ন শীর্ষক প্রকল্পে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে সমাপ্ত প্রকল্পের ভবন নির্মাণ কাজ শেষ দেখানো হলেও ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত ২টি লিফট স্থাপন না করেই লিফটের বিলসহ চূড়ান্ত বিল প্রদান করায় ৭০,০০,০০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি।

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া এর “খামার এবং ল্যাভঃ স্কুল এন্ড কলেজ আধুনিকায়ন শীর্ষক প্রকল্প কার্যালয়ের বিভিন্ন বিল ভাউচারও রেকর্ডপত্র নিরীক্ষা করে দেখা যায়, সমাপ্ত খামার এবং ল্যাভঃ স্কুল এন্ড কলেজ আধুনিকায়ন শীর্ষক প্রকল্প-এর ডিপিপিতে ল্যাভঃস্কুল ও হোস্টেল ভবনে স্থাপনের জন্য দুটি লিফট অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু বাস্তবে দুটি লিফট স্থাপন না করে ঠিকাদারকে গত ২৭-১২-২০১৭ খ্রিঃ তারিখে চেক নম্বর-২৩০৯৩৮৬ ও ২৩০৯৩৮৯ জনতা ব্যাংক লিঃ, পউএ শাখা, বগুড়া এর মাধ্যমে চূড়ান্ত বিল প্রদান করা হয়েছে। উক্ত খামার এবং ল্যাভঃ স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ স্বাক্ষরিত একটি প্রত্যয়ন পত্র হতে লিফট স্থাপন না করার পক্ষে প্রমাণক পাওয়া গেছে। ফলে বর্ণিত ৭০,০০,০০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

অনিয়মের কারণ :

ডিপিপিতে সংস্থানকৃত লিফট স্থাপন ব্যতিরেকে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত প্রদর্শন করা এবং তদানুযায়ী চূড়ান্ত বিল প্রদান।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব :

যাচাই-বাছাইপূর্বক পরবর্তীতে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

২৯-০৭-২০১৯ খ্রিঃ তারিখে খসড়া অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট প্রধান হিসাবদানকারী অফিসার বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ০৫-০৮-২০১৯ খ্রিঃ তারিখে সমাপনী সভা সম্পন্ন করে ০৫-০৯-২০১৯ খ্রিঃ তারিখে ১ (এক) মাস সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের শর্তে চূড়ান্ত অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট প্রধান হিসাবদানকারী অফিসার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ বরাবর প্রেরণ করা হয়। তাছাড়া ০১-০৯-২০২০ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হলেও অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। ডিপিপি অনুযায়ী দুইটি লিফট স্থাপন না করায় লিফটের টাকা কর্তন না করে চূড়ান্ত বিল পরিশোধ ও প্রকল্প সমাপ্ত করা হয়েছে। বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

আপত্তিতে উল্লিখিত টাকা আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ নং-৬।

শিরোনাম : পণ্য বিক্রয়ের উপর প্রযোজ্য ভ্যাট জমা না করায় সরকারের ২,৩০,৬৪,৩৪৪ (দুই কোটি ত্রিশ লক্ষ চৌষটি হাজার তিনশত চুয়াল্লিশ) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণঃ

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড (মিল্ক ভিটা) কর্তৃক ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে ভ্যাট আরোপযোগ্য পণ্য বিক্রয়ে প্রযোজ্য ভ্যাট সরকারি কোষাগারে জমা না করায় দণ্ডসুদসহ ২,৩০,৬৪,৩৪৪ টাকা ক্ষতি হয়েছে।

বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড (মিল্ক ভিটা), ঢাকা কার্যালয়ের মোট পণ্য বিক্রয়, মূসক অব্যাহতিপত্র সংক্রান্ত সরকারের আদেশ, ট্যারিফ মূল্য সংক্রান্ত আদেশ, মূসক জমার রেকর্ড ও অন্যান্য নথিপত্র নিরীক্ষায় দেখা যায়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ অনুযায়ী ভ্যাট আরোপযোগ্য পণ্য বিক্রয়ের উপর ভ্যাট প্রদান করা হয়নি।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং-১২/মূসক/২০১৭ তারিখঃ ০১-০৭-২০১৭ খ্রিঃ মূলে গুড়ো দুধের ট্যারিফ মূল্য কেজি প্রতি ১০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এসআরও নং-২২৪-আইন/২০১৭/৭৭৪-মূসক তারিখঃ ০১-০৭-২০১৭ খ্রিঃ মোতাবেক প্যাকেটকৃত তরল দুধ, পনির ও মাঠা মূসক অব্যাহতিপ্রাপ্ত। তাই মিল্ক ভিটার ক্ষেত্রে গুড়ুমাত্র তরল দুধ মূসক অব্যাহতি প্রাপ্ত, অন্যান্য উৎপাদিত পণ্যের উপর যেমন: ফ্লেভার্ড মিল্ক, লাবাং, ননী, মাখন, ঘি, গুড়োদুধ, চকোলেট, আইসক্রীম, রসমালাই, দই ইত্যাদির উপর ১৫ শতাংশ ভ্যাট সরকারি কোষাগারে জমাযোগ্য।

সাধারণ আদেশ নং-১৪/মূসক/২০১৭, তারিখঃ ০১ লা জুলাই ২০১৭ এর প্যারা ০৬ অনুযায়ী উৎসে ভ্যাট কর্তন/আদায় করার পর সরকারি কোষাগারে যথাসময়ে জমা প্রদান করা না হলে মাসিক ২ শতাংশ দণ্ড সুদসহ আদায়যোগ্য কিন্তু এ ক্ষেত্রে তা প্রতিপালন করা হয়নি। ফলে দণ্ডসুদসহ বর্ণিত ২,৩০,৬৪,৩৪৪ টাকা সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে [পরিশিষ্ট-০৫]।

অনিয়মের কারণ :

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং-১২/মূসক/২০১৭ তারিখঃ ০১-০৭-২০১৭ খ্রিঃ, নং-১৪/মূসক/২০১৭, তারিখঃ ০১-০৭-২০১৭ খ্রিঃ এবং এসআরও নং -২২৪-আইন/২০১৭/৭৭৪-মূসক তারিখঃ ০১-০৭-২০১৭ খ্রিঃ এর লঙ্ঘন।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব :

যাচাই বাছাই করে পরবর্তীতে জানানো হবে।

২৯-০৭-২০১৯ খ্রিঃ তারিখে খসড়া অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট প্রধান হিসাবদানকারী অফিসার বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ০৫-০৮-২০১৯ খ্রিঃ তারিখে সমাপনী সভা সম্পন্ন করে ০৫-০৯-২০১৯ খ্রিঃ তারিখে ১ (এক) মাস সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের শর্তে চূড়ান্ত অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট প্রধান হিসাবদানকারী অফিসার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ বরাবর প্রেরণ করা হয়। তাছাড়া ০১-০৯-২০২০ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হলেও অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ অনুযায়ী ভ্যাট ও দণ্ডসুদ প্রদান করা হয়নি। বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম।

আপত্তিকৃত ভ্যাট যেদিন জমা করা হবে সেদিন পর্যন্ত দণ্ডসুদ হিসাব করে জমা দিতে হবে। ভ্যাট বাবদ আপত্তিকৃত অর্থ যথাসময়ে সরকারি কোষাগারে জমা দিলে ঐ বছরের জন্য সরকারের আপত্তিকৃত অর্থের সমপরিমাণ অর্থ কম ঋণ গ্রহণ করতে হতো এবং সুদও দেয়ার প্রয়োজন হতো না। কেননা এ যাবৎকাল পর্যন্ত সরকার ঘাটতি বাজেট করে আসছে এবং এ ঘাটতি পূরণের জন্য দেশীয় ব্যাংক/বন্ড হতে ১০ শতাংশ বা ততোধিক হারে সুদে ঋণ গ্রহণ করতে হয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

আপত্তি অনুযায়ী ভ্যাট ও দণ্ডসুদসহ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ নং-৭।

শিরোনাম : প্রাপ্যতা বহির্ভূতভাবে কর্মকর্তাদের যাতায়াত ভাতা প্রদান করায় প্রতিষ্ঠানের ২২,০১,১৩৫ (বাইশ লক্ষ একহাজার একশত পঁয়ত্রিশ) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণঃ

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) কার্যালয়ে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে কর্মরত কর্মকর্তাগণকে প্রাপ্যতা বহির্ভূতভাবে দৈনিক ভিত্তিতে যাতায়াত ভাতা প্রদান করায় প্রতিষ্ঠানের ২২,০১,১৩৫ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন এর অধীন কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ভাতার বিল ভাউচার এবং এতদসংক্রান্ত অন্যান্য কাগজপত্র নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, জাতীয় বেতন স্কেল ২০১৫, পিডিবিএফ বেতনস্কেল ২০১৫ এবং পিডিবিএফ প্রবিধানমালাকে অমান্য করে পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (প্রধান কার্যালয়) এর বিভিন্ন পদে কর্মরত কর্মকর্তাগণকে দৈনিক ভিত্তিতে যাতায়াত ভাতা বাবদ ২০,৯৪,৮২০ টাকা প্রদান করা হয়েছে। যা উপরোক্ত প্রবিধানমালা এবং জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫ এর পরিপন্থী। ফলে প্রতিষ্ঠানের ২২,০১,১৩৫ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে [পরিশিষ্ট-০৬]।

অনিয়মের কারণ :

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন প্রবিধানমালা-৩/২০১১ এর ৪র্থ অধ্যায় কর্মকর্তাগণ আর্থিক সুবিধাদি প্রদান সংক্রান্ত আদেশ এবং জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫ এর লঙ্ঘন।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব :

সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও সমজাতীয় সকল প্রতিষ্ঠানের ঢাকায় অবস্থিত কার্যালয়ের কর্মীদের জন্য পরিবহন ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকে। বিআরডিবিএর তত্ত্বাবধানে আরডি-১২ প্রকল্পকালীন আরডি-১২ প্রকল্প প্রধান কার্যালয়ের স্টাফগণ বাস সুবিধা পেয়ে আসছিলেন। পরবর্তীতে যেহেতু উক্ত প্রকল্পই ফাউন্ডেশনে রূপান্তরিত হয়, সেহেতু একই ধারাবাহিকতায় পিডিবিএফ প্রধান কার্যালয়ের কর্মীদেরকে সেই সুবিধা অব্যাহত রাখা হয়। বাস সুবিধায় প্রতি মাসে ব্যয়িত ভাড়া, জ্বালানী ও গাড়ী মেরামত ব্যয়ের তুলনায় উক্ত যাতায়াত ভাতা প্রদান অনেকাংশে সাশ্রয়ী। যদি বিভিন্ন রুটে পরিবহন ব্যবস্থা করা হতো প্রকৃত পরিবহন ব্যয় বর্তমানের চেয়ে আরো বেশি পরিমাণে বৃদ্ধি পেত। আপত্তিটি নিষ্পত্তির জন্য অনুরোধ জানানো হলো।

২৯-০৭-২০১৯ খ্রিঃ তারিখে খসড়া অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট প্রধান হিসাবদানকারী অফিসার বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ০৫-০৮-২০১৯ খ্রিঃ তারিখে সমাপনী সভা সম্পন্ন করে ০৫-০৯-২০১৯ খ্রিঃ তারিখে ১ (এক) মাস সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের শর্তে চূড়ান্ত অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট প্রধান হিসাবদানকারী অফিসার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ বরাবর প্রেরণ করা হয়। তাছাড়া ০১-০৯-২০২০ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হলেও অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও স্ব-শাসিত সকল প্রতিষ্ঠানের ঢাকায় অবস্থিত কার্যালয়ের কর্মীদের জন্য পরিবহন ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে। কিন্তু পরিবহন ব্যবস্থা না থাকলে কর্মীদের দৈনিক হারে যাতায়াত ভাতা প্রদানের বিষয়ে জাতীয় বেতন স্কেল ২০১৫, পিডিবিএফ বেতনস্কেল ২০১৫ তে উল্লেখ নেই, এমনকি পিডিবিএফ প্রবিধানমালায়ও উল্লেখ নেই। কাজেই ইতোপূর্বে যাতায়াত ভাতা বাবদ পরিশোধিত সকল অর্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের নিকট হতে আদায় করে ফাউন্ডেশনের হিসাবে জমা করা আবশ্যিক।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

আপত্তিকৃত টাকা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের নিকট হতে আদায়পূর্বক ফাউন্ডেশনের হিসাবে জমা করা আবশ্যিক।

তারিখ : ১২/০২/১৪২৯ বঙ্গাব্দ
২৬/০৫/২০২২ খ্রিষ্টাব্দ।

বাঃসংঃ-২০২১-২২/এ (১১) ৬৬৫ বই, ২০২২।

১২/০২/১৪২৯
২৬/০৫/২০২২

২৬/০৫/২০২২
মহাপরিচালক
স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন অডিট অধিদপ্তর।
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
বিকাশ চন্দ্র মিত্র
মহাপরিচালক
স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন অডিট অধিদপ্তর:
অডিট কমপ্লেক্স (৬ষ্ঠ তলা)
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।